যোয়েলের গ্রন্থ এবং লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ - সংখ্যা বত্রিশ

Jeff Pippenger

2026-01-20

সংখ্যা বত্রিশ

পিতরকে আমাদের সাক্ষী করে যোয়েলের গ্রন্থে পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের যাত্রা ধীরলয়ে অগ্রসর হয়েছে। ঈশ্বরের ভাববাদী বাক্যে পিতর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর প্রতীকগুলির অন্যতম; তবে কি তারা সকলে-ই তেমন নয়? পিতর কায়সারিয়া ফিলিপ্পিতে আছেন, আবার পেন্তেকোস্তের দিন দিনের তৃতীয় প্রহরে তিনি উচ্চকক্ষে, এবং সেই দিনেই দিনের নবম প্রহরে মন্দিরেও উপস্থিত। যীশুকে দিনের তৃতীয় প্রহরে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং তিনি দিনের নবম প্রহরে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। নবম প্রহরে পিতরকে কায়সারিয়ায় যেতে আহ্বান করা হয়; কিন্তু কর্নেলিয়াসের কাহিনিতে যে কায়সারিয়ায় তাঁকে ডাকা হয়, তা হেরমোন পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত কায়সারিয়া ফিলিপ্পি নয়; সেটি ছিল সমুদ্রতীরবর্তী কায়সারিয়া, যার নাম কায়সারিয়া মারিতিমা।

কাইসারিয়া মারিতিমা হলো ভূমধ্যসাগরের উপকূলে, আধুনিক তেল আবিবের প্রায় ৩০-৩৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত এক নগরী (মহান হেরোদ এটিকে এক মহিমান্বিত রোমীয় বন্দরনগরী হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন)। এটি প্রেরিতদের কার্য্য গ্রন্থে ঘন ঘন উল্লেখিত (১৫ বার), এবং নতুন নিয়মে অধিকাংশ ক্ষেত্রে "কাইসারিয়া" বলতে এই শহরটিকেই বোঝানো হয়। সুসমাচারক ফিলিপ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীকারী চার কন্যাসহ সেখানে বাস করতেন (প্রেরিত ৮:৪০; ২১:৮)। পৌল সেখানে দুই বছর কারাবন্দি ছিলেন; সেখানেই তিনি শাসক ফেলিক্স ও ফেস্তুস, এবং রাজা আগ্রিপ্পার সম্মুখে উপস্থিত হন (প্রেরিত ২৩-২৬)। সম্ভবত আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এখানেই পিতর রোমীয় শতপতি কর্নেলিয়াসের কাছে প্রচার করেছিলেন—খ্রিস্টধর্মে অন্যজাতিদের প্রথম প্রধান ধর্মান্তর (প্রেরিত ১০)—খ্রিস্টাব্দ ৩৪ সালে, যখন যে সপ্তাহে খ্রিষ্ট বহুজনের সঙ্গে চুক্তি নিশ্চিত করেছিলেন, সেই সপ্তাহটির সমাপ্তি ঘটে।

> আর তিনি এক সপ্তাহের জন্য অনেকের সঙ্গে সেই সন্ধি দৃঢ় করবেন; এবং সপ্তাহের মধ্যভাগে তিনি বলিদান ও নৈবেদ্য বন্ধ করাবেন, এবং ঘৃণ্য বিষয়সমূহের প্রাবল্যের কারণে তিনি তাকে উজাড় করে দেবেন, এমনকি পরিসমাপ্তি পর্যন্ত; এবং যা নির্ধারিত হয়েছে, তা সেই উজাড়কৃতের উপর ঢেলে দেওয়া হবে। দানিয়েল ৯:২৭।

কাইসারিয়া মারিতিমা ছিল যিহূদিয়ার রোমীয় প্রশাসনিক রাজধানী এবং অন্যজাতিদের একটি প্রধান কেন্দ্র। কাইসারিয়া ফিলিপ্পি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি নগর, যা দূর উত্তরে হেরমোন পর্বতের পাদদেশের নিকটে (গালীল সাগরের প্রায় ২৫–৩০ মাইল উত্তরদিকে), বর্তমান গোলান মালভূমি অঞ্চলে (আধুনিক বানিয়াস) অবস্থিত। এটির উল্লেখ কেবল সুসমাচারসমূহে (মথি ১৬:১৩ এবং মার্ক ৮:২৭) হয়েছে, যখন যিশু তাঁর শিষ্যদের কাইসারিয়া ফিলিপ্পিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটি সেই প্রসিদ্ধ স্থান, যেখানে পিতর স্বীকার করেছিলেন যে যিশু “মশীহ, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র,” এবং যেখানে যিশু ঘোষণা করেছিলেন, “এই শিলার উপর আমি আমার মণ্ডলী নির্মাণ করব, এবং হাদেসের দ্বারসমূহ তা পরাভূত করতে পারবে না” (মথি ১৬:১৩–২০)। এটি ছিল এক পৌত্তলিক এলাকা, যেখানে গ্রিক দেবতাদের উদ্দেশে

মন্দিরসমূহ ছিল—বিশেষত ছাগল-দেবতা প্যানের; প্যানের গুহামন্দিরকে বলা হতো "নরকের দ্বার," ফলে সেখানে যিশুর ঘোষণা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

এই দুই নগর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—একটি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ব্যস্তমুখর রোমীয় সমুদ্রবন্দর, অপরটি ইয়র্দন নদীর উৎসস্রোতের নিকটে উত্তরাঞ্চলের এক হেলেনীয়/পৌত্তলিক কেন্দ্র। উপকূলীয় নগরটি প্রেরিতদের কার্য পুস্তকে প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু উত্তরাঞ্চলের নগরটি সুসমাচারসমূহে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে। সমুদ্রের কাছাকাছি রোম—পশু—এর প্রতীক, আর স্থলের কাছাকাছি ড্রাগনের প্রতীক। সিস্টার হোয়াইট ক্রুশ থেকে পেন্টেকোস্ট পর্যন্ত সময়কালকে 'পেন্টেকোস্টীয় ঋতু' বলে অভিহিত করেন; এটি ক্রুশে শুরু হয়ে পেন্টেকোস্টে সমাপ্ত হয়েছিল।

> আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি সেই সময়ের অপেক্ষা করি, যখন পেন্টেকস্টের দিনের ঘটনাগুলি সেই উপলক্ষের তুলনায় আরও বৃহত্তর শক্তি নিয়ে পুনরাবৃত্ত হবে। যোহন বলেন, 'আমি আরেকজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম, তাঁর কাছে মহাশক্তি ছিল; আর তাঁর মহিমায় পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠল।' তখন, যেমন পেন্টেকস্টের সময়ে, লোকেরা তাদের প্রতি বলা সত্য কথা শুনবে—প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায়।
>
> "ঈশ্বর যারা আন্তরিকভাবে তাঁকে সেবা করতে ইচ্ছা করে, তাদের প্রত্যেকের আত্মায় নতুন জীবন সঞ্চার করতে পারেন; এবং বেদী থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে তাদের ঠোঁট স্পর্শ করতে পারেন, এবং তাদেরকে তাঁর প্রশংসায় বাকপটু করে তুলতে পারেন। হাজারো কণ্ঠ ঈশ্বরের বাক্যের বিস্ময়কর সত্যগুলো উচ্চারণ করার শক্তি পাবে। তোতলা জিহ্বা খুলে যাবে, এবং ভীরুরা সত্যের পক্ষে সাহসী সাক্ষ্য দিতে শক্তিমান হবে। প্রভু যেন তাঁর লোকদের সাহায্য করেন, যাতে তারা আত্মার মন্দিরকে সমস্ত অপবিত্রতা থেকে শুদ্ধ করতে পারে এবং তাঁর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে যে, যখন শেষের বৃষ্টি ঢেলে দেওয়া হবে, তখন তারা তার সহভাগী হতে পারে।" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২০ জুলাই, ১৮৮৬।

কঠোর অর্থে বলতে গেলে, পন্তেকোস্তের ঋতু শুরু হয় প্রথম ফলের উৎসবে, যা খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ মৃত্যু ব্যতীত, তিনি যখন পুনরুত্থিত হতেন তখন সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য ত্রাণকর্তার কাছে কোনো রক্তই থাকত না। তাঁর মৃত্যু ব্যতীত, জীবনের রুটি হিসেবে তিনি অখামির রুটির উৎসবের দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন না, এবং জীবনের রুটির, প্রথম ফলের উৎসবে তাঁর উত্থানের পূর্বে, বিশ্রাম গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল; এভাবেই পন্তেকোস্তের দিন ও উৎসবে উপনীত হওয়া পঞ্চাশ দিনের পর্বটির সূচনা ঘটেছিল।

খ্রিস্ট যখন এক সপ্তাহের জন্য চুক্তি নিশ্চিত করতে এলেন, সেই সপ্তাহের সূচনা হয়েছিল তাঁর বাপ্তিস্মে; এবং "সপ্তাহের মধ্যভাগে", সাড়ে তিন বছর পরে, তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন, খামিরবিহীন রুটির দিবসে সমাধিতে বিশ্রাম করলেন, রবিবার যব-ফসলের প্রথম ফলের উৎসবের দিনে পুনরুত্থিত হলেন, এবং এইভাবে পঞ্চাশ দিনের পেন্টেকস্ট পর্বের সূচনা করলেন, যা ছিল প্রথম ফলের উৎসব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ক্রুশ থেকে শুরু করে সাড়ে তিন বছর পর সপ্তাহের সমাপ্তি পর্যন্ত, সাত বছরের কালপর্বটির পরিসমাপ্তি ঘটল কাইসারিয়া মারিতিমার করনেলিয়ুসের মাধ্যমে, যিনি ৩৪ খ্রিস্টাব্দে সেই সপ্তাহের শেষে খ্রিস্টীয় গির্জার প্রথম অন্যজাতি ধর্মান্তরিত ব্যক্তি হলেন।

যে সপ্তাহে খ্রিস্ট চুক্তি দৃঢ় করতে এলেন, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক গণনায় তা ২,৫২০ দিন; এবং ক্রুশবিদ্ধতার ঘটনা 'সপ্তাহের মধ্যভাগে' ঘটেছে, অতএব তা ছিল বাপ্তিস্মের ১,২৬০ দিন পরে এবং করনেলিয়াস ধর্মান্তরিত হওয়ার ১,২৬০ দিন আগে। ক্রুশে খ্রিস্ট তৃতীয় প্রহরে ক্রুশবিদ্ধ হলেন, এবং নবম প্রহরে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। তা-ই ছিল পন্তেকোস্তীয় সময়কালের সূচনা, এবং তার অন্তিমে (কারণ যীশু সর্বদা শেষকে শুরুর দ্বারা চিত্রিত করেন) পন্তেকোস্তের দিনে, পিতর উচ্চকক্ষে তৃতীয় প্রহরে যোয়েলের পুস্তক নিয়ে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করেন—যেখানে তাঁর পুনরুত্থানের দিনে খ্রিস্ট শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এরপর পিতর নবম প্রহরে মন্দিরে যোয়েল বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। স্পষ্টতই তৃতীয় ও নবম প্রহর পন্তেকোস্তীয় সময়কালের সূচনা ও সমাপ্তির একটি আলফা-ও-ওমেগা প্রতীক।

পঞ্চাশতমীর পর পঞ্চাশত্তমী, যখন আমরা এই দুই ঘটনার তৃতীয় ও নবম প্রহরকে পরস্পরের সাথে সমান্তরালে স্থাপন করি, তখন আমরা উক্ত ছয় ঘণ্টাকে এক ভবিষ্যদ্বাণ্যমূলক কালপর্ব রূপে দেখতে পাই, যার মাধ্যমে উভয় ঘটনাই এক বিভাজনের সাক্ষ্য প্রদান করে। খ্রিষ্ট জীবন থেকে মৃত্যুতে, তারপর পুনরায় জীবনে অগ্রসর হন। তিনি পৃথিবী থেকে স্বর্গে গমন করেন এবং পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। পিতর প্রথমে বাইরে, পরে মন্দিরের অভ্যন্তরে থাকেন। নিশ্চয়ই তৃতীয় থেকে নবম প্রহরের আরও অন্যান্য সমান্তরাল সামঞ্জস্য রয়েছে, কিন্তু প্রথমে আমাদের পিতর, করনেলিয়াস, এবং সমুদ্রতীরস্থিত কার্যসারিয়া বিষয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

যেমন ছয়টি ঘণ্টায় প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিভাজনসমূহের ন্যায়, যখন করনেলিয়ুসের কাছে তাঁকে পিতরকে ডেকে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়ার জন্য স্বর্গদূত প্রেরিত হয়েছিল, তখন তা ছিল নবম ঘণ্টা।

> কার্যসারিয়ায় করনেলিয়ুস নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি 'ইতালীয়' নামে পরিচিত সৈন্যদলের এক শতপতি; তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁর সমগ্র গৃহসহ ঈশ্বরভীরু ছিলেন; তিনি জনসাধারণকে বহুল দান করতেন, এবং সর্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতেন। তিনি দিনের প্রায় নবম প্রহরে এক দর্শনে স্পষ্টরূপে দেখেলেন যে, ঈশ্বরের এক স্বর্গদূত তাঁহার নিকট প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "করনেলিয়ুস।" তিনি তাঁহার দিকে চাহিয়া ভীত হইলেন এবং বলিলেন, "হে প্রভু, এটি কী?" তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার প্রার্থনা ও তোমার দান ঈশ্বরের সম্মুখে স্মরণার্থে উঠিয়াছে। এখন লোক পাঠাইয়া যোপ্পায় শিমোন নামে এক জনকে ডাক, যার উপনাম পিতর।" প্রেরিতদের কার্য ১০:১-৫।

একজন স্বর্গদূতের আগমন একটি বার্তা এবং একটি মার্গচিহ্নের প্রতীক; এবং তিনি যখন বলেন, "তোমার প্রার্থনাগুলি ও দানসমূহ ঈশ্বরের সম্মুখে স্মারকরূপে ঊর্ধ্বে উঠেছে," তখন স্বর্গদূত নিশ্চিত করেন যে সেটি একটি মার্গচিহ্ন। সপ্তাহের সমাপ্তির মার্গচিহ্ন হল—করনেলিয়াসের চার দিন উপবাস করার পর নবম ঘণ্টায় পিতরকে ডেকে পাঠানো, এবং এটিকে "স্মারক" বলা হয়েছে, যা একটি মার্গচিহ্ন। "শতপতি" হিসেবে করনেলিয়াস একশত জনের উপর অধিনায়ক ছিলেন।

মথি ষোলো অধ্যায়ে পিতর যখন কাইসারিয়া ফিলিপ্পীতে আছেন, তখন কোনো নির্দিষ্ট ঘণ্টার উল্লেখ নেই। যীশু শিষ্যদের সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন যে সময়ে, তখন নগরটির নাম ছিল কাইসারিয়া ফিলিপ্পী। দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের পদ ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশে যে ইতিহাস বর্ণিত—যে পদসমূহ পানিয়ামের যুদ্ধে পরিপূর্ণ হয়েছিল এবং যা

যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইনের দিকে নিয়ে যাওয়া যুদ্ধের প্রতিরূপ—সেই সময় কাইসারিয়া ফিলিপ্পীর নাম ছিল পানিয়াম। পিতর কাইসারিয়া ফিলিপ্পীতে—যা পানিয়াম—থাকাকালে তিনি পদ ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশে রয়েছেন।

দানিয়েল একাদশ অধ্যায়ের তেরো থেকে পনেরো পদের পরিপূর্তি ছিল পানিয়ামের যুদ্ধ—এ কথা সনাক্ত করা, এবং ঐ পদসমূহ ও পানিয়ামের যুদ্ধের ইতিহাস যে যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইনের দিকে নিয়ে যাওয়া এক যুদ্ধকে চিহ্নিত করে—এ কথা নিরূপণ করাই পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি পদ্ধতি যেমন কাজ করার জন্য পরিকল্পিত, তারই যথাযথ প্রয়োগ। ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে কায়সারিয়া ফিলিপ্পি ও পানিয়ামকে সামঞ্জস্যে স্থাপন করা আবশ্যক, কারণ এই সত্যকে যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রধান নিয়ম সম্বোধন করে, তা হলো: "প্রাচীন প্রত্যেক নবী তাঁদের জীবিত কালের তুলনায় আমাদের দিনের জন্যই অধিক কথা বলছেন।" পৌল আরও যোগ করেন যে নবীদের আত্মাসমূহ নবীদেরই অধীন; অতএব তাঁরা কেবল অন্তিম দিনসমূহকেই চিহ্নিত করেন না, বরং সকলেই পরস্পর একমতও হন।

এই কারণে, যদি এবং যখন ঈশ্বরের ভাববাণীমূলক বাক্যে পানিয়ুমকে প্রথমে পানিয়ুম এবং পরবর্তীতে কায়সারিয়া ফিলিপ্পি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তবে অন্তিম দিনসমূহে উভয়টিকেই প্রয়োগ করতে হবে, এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য থাকতে হবে, কারণ উভয়ই একই নগর।

এই যুক্তির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, যদিও কিছুটা ভিন্ন, হলো কাইসারিয়া ফিলিপ্পী ও কাইসারিয়া মারিতিমা। পিতর খ্রীষ্টের সঙ্গে কাইসারিয়া ফিলিপ্পীতে গিয়েছিলেন, কিন্তু পবিত্র আত্মা তাঁকে কাইসারিয়া মারিতিমাতে পাঠিয়েছিলেন। তবুও উভয় কাইসারিয়াতেই প্রধান চুক্তিমূলক চরিত্র পিতরই। এই ধারার বিস্ময়কর বিষয়টি হলো, নবম প্রহরেই স্বর্গদূত কর্নেলিয়ুসের কাছে উপস্থিত হয়ে পিতরের জন্য লোক পাঠাতে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাইসারিয়ায় পিতর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীক, কিন্তু এই দুই কাইসারিয়া পরস্পর থেকে স্পষ্টত ভিন্ন। একটি হলো সমুদ্রতীরস্থ কাইসারিয়া, এবং অন্যটি ভূভাগস্থ কাইসারিয়া। সমুদ্রতীরস্থ কাইসারিয়া অজাতদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এবং খ্রিষ্টাব্দ ৩৪ সালে চুক্তির সপ্তাহের একেবারে শেষে কর্নেলিয়ুসই ছিলেন প্রথম অজাতীয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তি। সমুদ্রতীরস্থ কাইসারিয়া নবম প্রহরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং এটি পেন্টেকেষ্টে মন্দিরে পিতরের ঘটনাটি ও নবম প্রহরে খ্রীষ্টের মৃত্যুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে।

স্থলভাগের কায়সারিয়া, অর্থাৎ কায়সারিয়া ফিলিপ্পী, হচ্ছে তৃতীয় প্রহর। আর কোনো বিকল্প বেছে নেওয়ার অবকাশ নেই। আরম্ভে কায়সারিয়া ফিলিপ্পী, তৃতীয় প্রহর; এবং সমাপ্তিতে কায়সারিয়া মারিতিমা, নবম প্রহর। ফিলিপ্পী ছয় প্রহরের সময়কালের আলফা এবং মারিতিমা ওমেগা। নবম প্রহরের ওমেগা ছিল চুক্তির সপ্তাহের মধ্যভাগে খ্রিষ্টের মৃত্যু, এবং পন্তেকোষ্টে মন্দিরে পিতরের ঘটনাটিও নবম প্রহরে ছিল। পিতরের জন্য কর্নেলিয়াসের আহ্বান খ্রিষ্টের মৃত্যুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা রবিবারের আইনকে প্রতীকায়িত করে, এবং পন্তেকোষ্টে মন্দিরে পিতরের ঘটনাটিও, যা আবারও রবিবারের আইনকে প্রতীকায়িত করে। প্রথম অন্যজাতীয় ধর্মান্তরিত হিসেবে কর্নেলিয়াস রবিবারের আইনে প্রথম একাদশ প্রহরের কর্মীকে প্রতিনিধিত্ব করে।

যে তৃতীয় ঘণ্টায় খ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, এবং যে তৃতীয় ঘণ্টায় পিতর ঊর্ধ্বকক্ষে ছিলেন—এই দুই তৃতীয় ঘণ্টা অবশ্যই এবং একমাত্র কাইসারিয়া ফিলিপ্পিকেই প্রতিনিধিত্ব করে। পেন্টেকোষ্টের দিনে যে ঊর্ধ্বকক্ষে পিতর ছিলেন, সেই একই ঊর্ধ্বকক্ষে তাঁর

পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ও অবতরণের পর খ্রিস্ট আবির্ভূত হয়েছিলেন। খ্রিস্ট সেই ঊর্ধ্বকক্ষে এসেছিলেন, এবং তারপর পঞ্চাশ দিন পরে, পেন্টেকোস্টের দিনে, পিতার সেই একই ঊর্ধ্বকক্ষে যোয়েল গ্রন্থের বার্তা উপস্থাপন করেছিলেন।

কাইসারিয়া ফিলিপ্পি সেই তৃতীয় প্রহর, যা ক্রুশবিদ্ধতা এবং পন্তকোস্টের দিন উপরকক্ষের ঘটনার সঙ্গে সমাপতিত। ক্রুশবিদ্ধতা বিচ্ছুরণের প্রতীক এবং উপরকক্ষ ঐক্যের প্রতীক। এটি কাইসারিয়া ফিলিপ্পিকে রবিবারের আইনের ঠিক পূর্ববর্তী সেই বিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে, যেখানে এক শ্রেণি বিক্ষিপ্ত হয়, আর অন্য শ্রেণি সমবেত হয়। পানিয়ুমের যুদ্ধের ইতিহাস যখন পুনরাবৃত্ত হতে শুরু করবে, তখন মূর্খ ও বুদ্ধিমিতী কুমারীরা চরিতরে পৃথক হয়ে যাবে, এবং তারা ক্রুশকে কেন্দ্র করে পৃথক হবে, যা আসন্ন রবিবারের আইনের প্রতিনিধিত্ব করে। কাইসারিয়া ফিলিপ্পীতেই খ্রিষ্ট আসন্ন রবিবারের আইন সম্পর্কে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি তা করতেই পিতর ঐ বার্তার বিরোধিতা করেন; অতএব মাত্র নয়টি পদের মধ্যে, পিতর ক্রুশের বার্তা, যা রবিবারের আইন, দ্বারা যারা সীলমোহরপ্রাপ্ত এবং যারা বিক্ষিপ্ত হয়—উভয় শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেন।

> তিনি তাঁদের বললেন, কিন্তু তোমরা বল, আমি কে?
>
> এবং শিমোন পিতর উত্তরে বললেন, তুমি খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।
>
> যীশু উত্তরে তাঁকে বললেন, ধন্য তুমি, শিমোন বার-যোনা; কারণ মাংস ও রক্ত তা তোমাকে প্রকাশ করেনি, কিন্তু স্বর্গস্থিত আমার পিতা করেছেন। আর আমিও তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, এবং এই শিলার উপর আমি আমার কলিসিয়া নির্মাণ করব; এবং নরকের দ্বারসমূহ তার বিরুদ্ধে প্রবল হবে না। আর আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দিব; পৃথিবীতে তুমি যা কিছু বাঁধবে, তা স্বর্গে বাঁধা হবে; এবং পৃথিবীতে তুমি যা কিছু খুলবে, তা স্বর্গে খোলা হবে।
>
> তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের আদেশ দিলেন যে, তিনি যীশু খ্রীষ্ট, এই কথা তারা যেন কারও কাছে না বলে। সেই সময় থেকে যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন যে, তাঁকে অবশ্যই যিরূশালেমে যেতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের দ্বারা বহু কষ্ট ভোগ করতে হবে, এবং নিহত হতে হবে, এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে।
>
> তখন পিতর তাঁকে নিয়ে তিরস্কার করতে আরম্ভ করল এবং বলল, 'হে প্রভু, এ কথা তোমার থেকে দূরে থাকুক; এ কথা তোমার ক্ষেত্রে হবে না।'
>
> কিন্তু তিনি ফিরে পিতরকে বললেন, হে শয়তান, আমার পশ্চাতে সরে যা; তুমি আমার জন্য অন্তরায়; কারণ তুমি ঈশ্বরের বিষয়সমূহে মন দাও না, বরং মানুষের বিষয়সমূহে মন দাও। মথি ১৬:১৫-২৩।

দিনের তৃতীয় ঘণ্টায় ক্রুশবিদ্ধকরণ এবং ঊর্ধ্বকক্ষে পিতরের বার্তা, গম ও আগাছা উভয়ই বিদ্যমান যুদ্ধরত কলিসিয়া হইতে বিজয়ী কলিসিয়ায় ভাববাদী উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করে। বিজয়ী কলিসিয়া পেন্টেকোস্টের প্রথম-ফল গমের নৈবেদ্য; আর পেন্টেকোস্টই রবিবারের আইন। যখন আগাছা ও গম পরিপক্বতায় উপনীত হয়, দেবদূতেরা উভয় শ্রেণীকে পৃথক করে। যে বৃষ্টি ৯/১১-এ ছিটিফোঁটা হয়ে শুরু হয়েছিল, সেই বৃষ্টিই গম ও আগাছাকে ফলপ্রাপ্তিতে নিয়ে আসে।

ছয় ঘণ্টার একটি সময়কাল এক্সটোর ক্যাম্প মিটিং থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত ইতিহাসকে, খ্রিষ্টের যিরূশালেমে বিজয়োল্লাসপূর্ণ প্রবেশকে, এবং সিন্দুকসহ রাজা দাউদের যিরূশালেমে প্রবেশকে প্রতিনিধিত্ব করে। নবম প্রহরও সান্ধ্য বলিদানের সময়, যা প্রায় বিকেল ৩টা।

> এখন বেদীর উপর তুমি যাহা উৎসর্গ করিবে, তাহা এই: প্রতিদিন নিরন্তর প্রথম বর্ষের দুটি মেষশাবক। একটি মেষশাবক তুমি প্রভাতে উৎসর্গ করিবে; এবং অন্য মেষশাবকটি তুমি সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবে। নির্গমন ২৯:৩৮, ৩৯।

"even" হিসেবে অনূদিত যে শব্দটি, তা কখনো কখনো "দুই সন্ধ্যার মধ্যবর্তী" হিসেবে উপস্থাপিত হয়। "দুই সন্ধ্যার মধ্যবর্তী" বলতে তৃতীয় থেকে নবম ঘণ্টার মধ্যে থাকা ছয় ঘণ্টার সময়কাল বোঝায়। খ্রিষ্টের চুক্তির সপ্তাহ ক্রুশে সংঘটিত ছয় ঘণ্টার সময়কালকে নির্দেশ করে, যা পেন্টেকোষ্টে ছয় ঘণ্টার সময়কালের "আলফা" হয়ে দাঁড়ায়। চুক্তির সপ্তাহে দুই সাক্ষী রয়েছে; তারা ছয় ঘণ্টার এমন এক সময়কাল চিহ্নিত করে, যা পবিত্র সপ্তাহের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গেই শুধু নয়, পেন্টেকোষ্টীয় পর্বের প্রতীকসমূহের সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত। এরপর সেই একই ভাববাদী সপ্তাহের উপসংহারে, পিতর নবম ঘণ্টায় কাইসারিয়ায় আহ্বানপ্রাপ্ত হন। পবিত্র সপ্তাহের একই ভাববাদী কাঠামোর মধ্যে তিনটি নবম ঘণ্টার উপস্থিতি—যার মধ্যে দু'টি ছিয় ঘণ্টার এক সময়কালের "ওমেগা" সমাপ্তি, যে সময়কালটি আবার প্রভাত ও সান্ধ্য অর্ঘ্য-উপস্থাপনার মধ্যবর্তী কাল—এই সবকিছুই ভাববাদী অপরিহার্যতা হিসেবে দাবি করে যে, কর্নেলিয়ের নবম ঘণ্টায় যে সময়কাল সমাপ্ত হয়েছে, তার "আলফা" হিসেবে তৃতীয় ঘণ্টার অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক।

দুটি কাইসারিয়া, যেখানে উভয়ক্ষেত্রেই পিতর কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব, কাইসারিয়া ফিলিপ্পিকে তৃতীয় প্রহর হিসেবে চিহ্নিত করে। সেই ছয় ঘণ্টার সময়কাল কাইসারিয়া দিয়ে শুরু হয়ে কাইসারিয়াতেই শেষ হয়, কারণ সমাপ্তি আরম্ভের মাধ্যমে চিত্রিত হয়।

পাস্কা মেষশাবককে সন্ধ্যাবেলায় বধ করা ছিল বিধান—যা হল নবম প্রহর, যে সময় খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

> এবং তোমরা এই মাসেরই চতুর্দশ দিন পর্যন্ত তাকে সংরক্ষণ করিবে; এবং ইস্রায়েলের মণ্ডলীর সমগ্র সভা সন্ধ্যাবেলায় তাকে বধ করিবে। নির্গমন ১২:৬।

প্রার্থনার সময়টি নবম ঘণ্টাও, কারণ তা সান্ধ্য বলির সময়ে ছিল।

> আমার প্রার্থনা ধূপের ন্যায় তোমার সম্মুখে উপস্থাপিত হোক; এবং আমার হাতের উত্থাপন সান্ধ্যবলির ন্যায় হোক। গীতসংহিতা ১৪১:২।

সন্ধ্যাকালীন বলিদানই প্রার্থনার প্রহর—এই নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, এজরা সন্ধ্যাকালীন বলিদানের সময় প্রার্থনা করেছেন; অতএব তিনি নবম প্রহরে প্রার্থনা করেছেন, যে সময়ে পিতর মন্দিরে ছিলেন, যে সময়ে খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করলেন, এবং যে সময়ে কর্নেলীয়কে পিতরকে ডেকে পাঠাতে বলা হয়েছিল।

> সান্ধ্য বলিদানের সময় আমি আমার শোক থেকে উঠিলাম; এবং আমার বস্ত্র ও আমার ঊর্ধ্ববস্ত্র ছিঁড়িয়া, আমি হাঁটু গেড়ে পড়িলাম, এবং সদাপ্রভু আমার ঈশ্বরের প্রতি আমার হাত প্রসারিত করিলাম। এজরা ৯:৫।

নিজ প্রার্থনায় এজরা পশ্চাত্তাপ করছেন, এই বিষয়টি উপলব্ধি করার পর যে মন্দির ও যিরূশালেম পুনর্নির্মাণের জন্য বাবিল থেকে যারা বেরিয়ে এসেছিল, তারা বিধর্মিণী স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।

> এখন এজরা যখন প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীকারোক্তি করিলেন, কাঁদিয়া এবং ঈশ্বরের গৃহের সম্মুখে মাটিতে পতিত হইয়া, তখন ইস্রায়েল হইতে পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের এক অত্যন্ত বৃহৎ সমাবেশ তাহার নিকটে সমবেত হইল; কারণ লোকেরা অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছিল। আর এলামের সন্তানদের মধ্যে জেহিয়েলের পুত্র শেকানিয়া এজরাকে উত্তর দিয়া কহিল, আমরা আমাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছি, এবং দেশের লোকদের মধ্য হইতে পরজাতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছি; তবুও এই বিষয়ে ইস্রায়েলে এখনো আশা আছে। অতএব এখন আমরা আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে একটি চুক্তি করি যে, সকল স্ত্রীগণ এবং যাহারা তাহাদের দ্বারা জন্মিত, আমার প্রভুর পরামর্শ ও আমাদের ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি কম্পমানদের পরামর্শ অনুসারে দূর করিয়া দেওয়া হইবে; এবং বিষয়টি ব্যবস্থানুসারে সম্পন্ন হউক। উঠ; কারণ এই বিষয় তোমার উপর ন্যস্ত; আমরাও তোমার সহিত থাকিব; সাহস কর, এবং এটি কর।

> তখন এজরা উঠিলেন, এবং প্রধান যাজকদের, লেবীয়দের ও সমগ্র ইস্রায়েলকে এই কথানুসারে কাজ করার জন্য শপথ করালেন; এবং তারা শপথ করল। তারপর এজরা ঈশ্বরের গৃহের সম্মুখ থেকে উঠে এলিয়াশিবের পুত্র যোহাননের কোষে গেলেন; এবং সেখানে পৌঁছে তিনি অন্ন ভোজন করেননি, জলও পান করেননি; কারণ যে সকল লোক নির্বাসনে গিয়েছিল তাদের অপরাধের জন্য তিনি শোক করছিলেন। আর তারা যিহূদা ও যিরূশালেম জুড়ে বন্দিদশার সকল সন্তানদের উদ্দেশে ঘোষণা করল যে, তারা যেন যিরূশালেমে একত্র সমবেত হয়; এবং যে কেউ অধিপতিগণ ও প্রবীণদের পরামর্শ অনুসারে তিন দিনের মধ্যে উপস্থিত হবে না, তার সমস্ত ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে, এবং সে নিজে নির্বাসিতদের মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। তখন যিহূদা ও বিন্যামিনের সমস্ত পুরুষ তিন দিনের মধ্যে যিরূশালেমে সমবেত হল। তা ছিল নবম মাসের বিংশতম দিন; এবং সমস্ত জনগণ ঈশ্বরের গৃহের চত্বরে বসেছিল, এই বিষয়ের জন্য এবং মহাবৃষ্টির কারণে কম্পমান ছিল। এজরা ১০:১-৯।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের চুক্তি বিদেশিনী স্ত্রী গ্রহণকারীদের থেকে বিচ্ছেদরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এটি জ্ঞানী ও মূর্খ কুমারীদের বিচ্ছেদ, এবং এটি নবম ঘণ্টায় সংঘটিত হয়, যা খ্রিস্টের মৃত্যু, পেন্টেকস্টে মন্দিরে পিতর, এবং সমুদ্রতীরবর্তী কায়সারিয়ায় পিতরের আহ্বান—এই ঘটনাবলির দ্বারা চিহ্নিত। এজরার বিচ্ছেদটিই আবার মালাখি গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে চুক্তির দূতের দ্বারা লেবীয়দের শোধন। মালাখিতে উল্লিখিত এই শোধন খ্রিস্টের মন্দির-শুদ্ধিকরণের দুইবারের ঘটনাকে চিত্রিত করে।

> "জগতের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের থেকে মন্দিরকে শুদ্ধ করার সময়, যীশু ঘোষণা করলেন যে তাঁর মিশন হলো পাপের কলুষতা—পার্থিব আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপর লালসা, আত্মাকে কলুষিত করে এমন অসৎ অভ্যাস—থেকে হৃদয়কে শুদ্ধ করা। মালাখি ৩:১–৩ উদ্ধৃত।"
> যুগের আকাঙ্ক্ষা, ১৬১।

এজরা এবং যারা চুক্তিতে প্রবেশ করে, তাদের ‘উঠে দাঁড়াও’ বলা হয়; এবং আটত্রিশ বছরব্যাপী সময়ে সকল বিদ্রোহী মৃত্যুবরণ করার পর যিহোশূয়কে উঠে দাঁড়াতে বলা হয়েছিল। প্রাচীন ইস্রায়েলে দশবারের পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ হতে দুই বছর সময় নিয়েছিল, এবং আটত্রিশ বছর পরে বিদ্রোহীরা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছিল, আর ঈশ্বর তাদের ‘উঠে দাঁড়াতে’ বলেন।

> এখন উঠো, বললাম, এবং তোমরা জেরেদ উপত্যকা পার হও। আর আমরা জেরেদ উপত্যকা পার হলাম। আর কাদেশ-বার্নেয়া হইতে আমরা যাত্রা করিয়া জেরেদ উপত্যকা পার হওয়া পর্যন্ত যে কাল অতিবাহিত হইল, তাহা ছিল আটত্রিশ বৎসর; যতক্ষণ না যুদ্ধ-উপযুক্ত সকল পুরুষের সমগ্র প্রজন্ম শিবিরের মধ্য হইতে বিনষ্ট হইল, যেরূপ সদাপ্রভু তাহাদিগকে শপথ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিবরণ ২:১৩, ১৪।

যোহনের সুসমাচারের পঞ্চম অধ্যায়ে, যীশু সেই অশক্ত মানুষটিকে আরোগ্য করলেন, যিনি আটত্রিশ বছর ধরে ঐ অবস্থায় ছিলেন; এবং যখন তিনি তাকে আরোগ্য করলেন, তখন তিনি লোকটিকে বললেন, 'উঠে দাঁড়াও'।

> কারণ নির্দিষ্ট এক সময়ে এক স্বর্গদূত পুকুরে অবতরণ করিয়া জলকে আলোড়িত করিত; আর জল আলোড়িত হওয়ার পর যে-ই প্রথমে তাতে প্রবেশ করিত, তাহার যে কোনো রোগই থাকুক না কেন, সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিত। আর সেখানে এক ব্যক্তি ছিল, যাহার আটত্রিশ বৎসরের এক অসুস্থতা ছিল। যীশু তাঁহাকে শায়িত অবস্থায় দেখিয়া, এবং জানিয়া যে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া এ অবস্থায় আছেন, তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে ইচ্ছা কর?
>
> অশক্ত লোকটি তাঁকে উত্তর দিল, প্রভু, যখন জল আলোড়িত হয়, তখন আমাকে কুণ্ডে নামিয়ে দেওয়ার জন্য আমার কোনো লোক নেই; আর আমি যখন যাচ্ছি, তখন আরেকজন আমার আগে নেমে পড়ে।
>
> যীশু তাঁকে বলিলেন, "উঠ, তোমার খাটিয়া তুলিয়া লও, এবং হাঁটো।" এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেই ব্যক্তি আরোগ্যপ্রাপ্ত হইল, নিজের খাটিয়া তুলিয়া লইল, এবং হাঁটিল; এবং সেই একই দিন ছিল বিশ্রামদিন। যোহন ৫:৪–৯।

এজরার এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের চুক্তির চিত্রায়নে জনগণকে "উত্থিত হও" বলা হয়েছিল। ১৮৩৮ সালে বিশিষ্ট মিলারাইট প্রচারক যোশিয়া লিচ ১৮৪০ সালের আশপাশে অটোমান আধিপত্যের অবসান হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন; এবং মিলারাইট বার্তা উত্থিত হয়, যা ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট সুনির্দিষ্ট পরিপূর্তি ঘটার মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। বিজয়ী মণ্ডলীর উত্থাপন এমন এক ভবিষ্যদ্বাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ঈশ্বরের লোকদের উত্থিত হতে প্রণোদিত করে। এজরার বিদেশিনী স্ত্রীদের থেকে পৃথকীকরণে আমরা মালাখির লেবীয়দের পরিশোধন এবং খ্রিস্টের মন্দিরশোধনের দুই ঘটনাকেও দেখি; এবং প্রতিটি ধারাই গম ও আগাছার পৃথকীকরণকে চিহ্নিত করে, যা সম্পন্ন হয় যখন খ্রিস্ট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের হৃদয় থেকে পাপ চিরতরে অপসারণ করেন। খ্রিস্টের নবম প্রহর, পিতরের দুই নবম প্রহর, এবং পবিত্রশুদ্ধির জন্য এজরার প্রার্থনা—এসবই রবিবার-আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ; তখন পরবর্তী বৃষ্টি পরিমাপহীনভাবে ঢেলে দেওয়া হবে। দানিয়েলের নবম অধ্যায়ে, দানিয়েল তাঁর প্রার্থনাসমূহের উত্তর লাভ করেন সান্ধ্য বলিদানের সময়ে, যা নবম প্রহর।

> হ্যাঁ, যখন আমি প্রার্থনায় কথা বলতেছিলাম, তখন সেই পুরুষ গাব্রিয়েলই, যাকে আমি প্রারম্ভে দর্শনে দেখিয়াছিলাম, অত্যন্ত ত্বরায় উড্ডীয়মান হয়ে, সন্ধ্যাকালের নৈবেদ্যের প্রায় সময়ে এসে আমাকে স্পর্শ করলি।

আমাদের জানানো হয়েছে যে শিনারের মহা নদীগুলির ধারে দানিয়েলকে প্রদত্ত দর্শনসমূহ এখন পরিপূরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে, এবং যে আমরা সেই সময় ও পরিস্থিতিকে বিবেচনা করব, যখন ঐ ভবিষ্যদ্বাণীগুলি দান করা হয়েছিল।

দানিয়েলে ঈশ্বরের কাছ থেকে যে প্রকাশ পেয়েছিলেন, তা বিশেষভাবে এই শেষ দিনগুলোর জন্য দেওয়া হয়েছিল। উলাই ও হিদ্দেকেল—শিনারের মহান নদীসমূহ—এর তীরে তিনি যে দর্শনগুলো দেখেছিলেন, সেগুলো এখন পরিপূরণের পথে, এবং পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করা সকল ঘটনাবলি শীঘ্রই ঘটবে।

"দানিয়েলের ভাববাণীসমূহ যখন প্রদান করা হয়েছিল, তখন ইহুদি জাতির পরিস্থিতি বিবেচনা করুন।" Testimonies to Ministers, 113.

হিদ্দেকেল ও উলাই নদীর সঙ্গে সম্পর্কিত দর্শনসমূহের আলো দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের শেষে ছয় অধ্যায়কে প্রতিনিধিত্ব করে। উলাই নদী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা নবম অধ্যায়ে দানিয়েলকে সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়সমূহের ওপর আলো প্রদান করা হয়। হিদ্দেকেল নদী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা দশম অধ্যায়ে দানিয়েলকে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়সমূহের আলো প্রদান করা হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তথ্য অধ্যায়সমূহে অন্তর্ভুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঘটনাবলীর দ্বারাই যেমন প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, তেমনি দানিয়েলের দ্বারাও; কারণ ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যখন দেওয়া হয়েছিল, তখন ইহুদি জাতির পরিস্থিতি আমাদের বিবেচনায় রাখা উচিত।

আমাদের ঐ বিবেচনাগুলিকে অন্তিম দিনসমূহের প্রেক্ষাপটে আনতে এবং সেগুলিকে অন্য নবীর সাক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে হবে। এর অর্থ এই যে, যেমন পিতর কাইসারিয়া ফিলিপ্পি এবং কাইসারিয়া মারিতিমা—উভয় স্থানেই আছেন, তেমনই দানিয়েল নবম অধ্যায়ে নবম প্রহরে গাব্রিয়েলের দ্বারা সাক্ষাতপ্রাপ্ত হন, এবং দশম অধ্যায়ে তিনি বাইশতম দিনে সাক্ষাতপ্রাপ্ত হন। অন্তিম দিনগুলির জন্য উলাই ও হিদ্দেকেলের যে আলোক, তা বাইশতম দিনের নবম প্রহরে দানিয়েলের কাছে সীলমুক্ত করা হয়। সে আলোক রবিবার আইনের সময়ে শেষ বৃষ্টির অপরিমিত বর্ষণকে প্রতিনিধিত্ব করে।

দানিয়েলের সাক্ষ্য নবম ঘণ্টায় সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়, কারণ এটি শেষ কালে ঈশ্বরের জনগণের উপর যা 'আপতিত' হয় তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইতিহাস উভয়কেই চিহ্নিত করে। সেই আলো ঘোষিত হলে, কর্নেলিয়ুস দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত অজাতীয়রা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে ডেকে পাঠাবে; রবিবার-আইনের বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে হত্যা করা হবে; এবং পিতর সেই মন্দিরে একটি বার্তা উপস্থাপন করবেন, যেখান থেকে খ্রিস্ট প্রস্থান করেছিলেন এবং যেটিকে তিনি ইহুদিদের শূন্য গৃহ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। পিতর অজাতীয়দের, এবং সনহেদ্রিনকেও, সম্বোধন করেন, এদিকে এজরা বিচ্ছিন্নদের জন্য নিবেদন করেন, এবং দানিয়েল আলোকপ্রাপ্তির জন্য উপবাস ও প্রার্থনা করেন। পেন্তেকোস্তের নবম ঘণ্টা, খ্রিস্টের মৃত্যুসময়ের নবম ঘণ্টা, কর্নেলিয়ুস কর্তৃক পিতরকে আহ্বানের নবম ঘণ্টা, এবং সান্ধ্য-বলিদান—সবই কার্মেলে পর্বতে এলিয়ার ঘটনাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্যে আসে।

এটা স্পষ্ট যে ছয় ঘণ্টার সময়টি এমন একটি পর্বকে প্রতিনিধিত্ব করে যা রবিবারের আইনে গিয়ে সমাপ্ত হয়, কিন্তু তার সূচনা হয় এমন এক ঘটনার মাধ্যমে যা সমাপ্তির সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত—যেমন প্রভাত ও সান্ধ্য উৎসর্গ ছিল। পিতরের প্রেক্ষিতে, এই ছয় ঘণ্টার পর্বটি কায়সারিয়া ফিলিপ্পী থেকে সমুদ্রতীরবর্তী কায়সারিয়া পর্যন্ত। পেন্টেকোস্টে তা ঊর্ধ্বকক্ষ থেকে মন্দির পর্যন্ত ছিল। পথের সূচনায় স্থাপিত উজ্জ্বল আলোকরূপ যে পর্ব, তা হলো মধ্যরাত্রির আহ্বান, এবং সেই পর্বটি রবিবারের আইনে পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই সন্ধ্যার মধ্যবর্তী ছয় ঘণ্টা খ্রীষ্টের যিরূশালেমে বিজয়ময় প্রবেশকে

নির্দেশ করে, যা পাল্টে ১৮৪৪ সালের ১২ থেকে ১৭ আগস্ট এক্সেটার শিবির সভা থেকে শুরু হওয়া সেই পর্বকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল, যা বার্তার ঘোষণার সূচনা করেছিল এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ যার পরিণতি সাধিত হয়েছিল। এক্সেটার হলো কায়সারিয়া ফিলিপ্পী, এবং সমুদ্রতীরবর্তী কায়সারিয়া হলো ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪। আরম্ভ যেমন কায়সারিয়া দ্বারা চিহ্নিত, সমাপ্তিও তেমনই কায়সারিয়া দ্বারা চিহ্নিত।

বিজয়ী প্রবেশটি আরম্ভে একটি বিতর্ক এবং শেষে একটি বিতর্ক দ্বারা চিহ্নিত। ওয়াটারটাউনের তাঁবুর প্রাঙ্গণে যে মিথ্যা উপাসনা চলছিল, তার দ্বারা এক্সেটারের সেই বিতর্ক প্রতিনিধিত্ব পেয়েছিল। সেই দুই তাঁবুর দ্বারা দুইটি বার্তার প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল; এবং যখন খ্রীষ্ট যিরূশালেমে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি জলপাই পর্বত থেকে অবতরণ করে সদ্য বাঁধনমুক্ত গাধার পিঠে আরোহীত হয়ে যিরূশালেমে প্রবেশ করছিলেন—সে সময় ঘোষিত বার্তা সম্পর্কে ছিদ্রান্বেষী ইহুদিরা অভিযোগ তুলেছিল। প্রথম ও শেষে বিতর্ক ঐ কালপর্বকে একটি আলফা ও ওমেগা দ্বারা চিহ্নিত করে। এক্সেটারে ওয়াটারটাউন শ্রেণি তেলবিহীন কুমারীদের এক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তাদের জন্য পরিত্রাণের দ্বার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঐ কালপর্বের শেষে পবিত্র স্থানে প্রবেশের দ্বার বন্ধ করা হয়েছিল, ফলে ঐ কালপর্বে একটি আলফা ও ওমেগা স্থাপিত হয়েছিল। ঐ আলফা ও ওমেগা বিজয়ী প্রবেশের দুই বিতর্কের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং পিতরের ক্ষেত্রে 'কাইসারিয়া থেকে কাইসারিয়া'-র সঙ্গেও।

কায়সারিয়া ফিলিপ্পীতে, শিমোন বার-যোনাহের নাম পিতর করা হয়; যে অংশে তিনি অনুপ্রেরণার মুখপাত্র হিসেবে প্রশংসিত হন, এবং ক্রুশের বার্তার বিরোধিতা করার জন্য পরে শয়তান বলে নিন্দিত হন। পিতর সেই দুই শ্রেণির প্রতীক, যাদেরকে বাপ্তিস্ম ও ক্রুশের বার্তা পৃথক করে; এবং সেই বার্তাই ৯/১১ ও রবিবারের আইনের বার্তা।

> "ফারিসি ও কর-সংগ্রাহক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা প্রতিটি শ্রেণির জন্য প্রেরিত পিতরের জীবনে একটি শিক্ষা আছে। শিষ্যজীবনের শুরুতে পিতর নিজেকে শক্তিশালী মনে করতেন। ফারিসির মতোই, নিজের চোখে তিনি ছিলেন 'অন্য লোকদের মতো নন'। যখন তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রাক্কালে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের আগাম সতর্ক করে বললেন, 'আজ রাতে তোমরা সকলে আমার জন্য বিচলিত হবে,' তখন পিতর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'যদিও সবাই বিচলিত হবে, তবু আমি হব না।' মার্ক ১৪:২৭, ২৯। পিতর নিজের বিপদ সম্পর্কে জানতেন না। আত্মবিশ্বাস তাকে বিভ্রান্ত করেছিল। তিনি ভাবলেন যে তিনি প্রলোভনকে প্রতিহত করতে সক্ষম; কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরীক্ষা এসে পড়ল, এবং শাপ-শাপান্ত ও শপথ করে তিনি তাঁর প্রভুকে অস্বীকার করলেন।" খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তের পাঠ, ১৫২।

নবম প্রহরে—যা ইলিয়াহের প্রার্থনার উত্তরে সন্ধ্যাকালীন আহুতির সময়—অগ্নি নেমে এসে আহুতিকে গ্রাস করল, যাতে ঈশ্বরের প্রজা জানতে পারে যে প্রভুই ঈশ্বর। কর্মেল পর্বতে দুই শ্রেণি প্রতীকায়িত হয়েছে: এক শ্রেণি, যারা তখন জানে যে প্রভু তিনিই ঈশ্বর; এবং অন্যটি, যা বালের নবীগণের দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত, যাঁহারা অতঃপর নিহত হন।

> সন্ধ্যাকালের বলিদান নিবেদনের সময় উপস্থিত হলে, ভাববাদী এলিয়াহ কাছে এসে বললেন, হে আব্রাহাম, ইসহাক ও ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বর, আজই জানা যাক যে তুমি ইস্রায়েলে ঈশ্বর, এবং আমি তোমার দাস, এবং তোমার বচন অনুযায়ী আমি এই সমস্ত কাজ করেছি। হে প্রভু, আমাকে শোন, আমাকে শোন, যাতে এই প্রজা জানতে পারে যে তুমি প্রভু ঈশ্বর, এবং যে তুমি তাদের হৃদয় আবার ফিরিয়ে দিয়েছ।

> তখন প্রভুর আগুন নেমে এল, এবং হোমবলি, কাঠ, পাথর ও ধূলি গ্রাস করল, এবং পরিখায় যে জল ছিল তাও চেটে ফেলল। এবং সকল লোক যখন তা দেখল, তারা মুখ থুবড়ে পড়ল: এবং বলল, প্রভু, তিনিই ঈশ্বর; প্রভু, তিনিই ঈশ্বর।
>
> তখন এলিয়াহ্ তাদের বললেন, 'বালের নবীদের আটক কর; তাদের মধ্য থেকে একজনও যেন পালাতে না পারে।' তারা তাদের আটক করল; এবং এলিয়াহ্ তাদের নিয়ে কিশোন স্রোতস্বিনীর তীরে নেমে গিয়ে সেখানে তাদের বধ করলেন। ১ রাজাবলি ১৮:৩৬-৪০।

সন্ধ্যাকালীন বলি; খ্রিস্টের মৃত্যু; পিতরের দ্বারা খোঁড়া ব্যক্তির আরোগ্য; পিতরের মাধ্যমে অন্যজাতিদের নিকট বার্তা পৌঁছে দেওয়া; দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আলোক প্রাপ্তি; এলিয়ার প্রার্থনার জবাব আগুন দ্বারা প্রাপ্তি—এদিকে এজরা শোকবস্ত্র ও ছাইয়ে বসে প্রার্থনা করছেন লাওদিকিয়া থেকে ফিলাডেলফিয়ায় রূপান্তরের জন্য, অর্থাৎ যুদ্ধরত কলিসিয়া থেকে বিজয়ী কলিসিয়ায় রূপান্তরের জন্য। নবম প্রহর হলো বলির সময়, প্রার্থনার উত্তরপ্রাপ্তির সময়, যে সময়ে স্বর্গ পৃথিবীকে স্পর্শ করে, বিচার ও করুণার মধ্যবর্তী সেতু; এবং এইজন্যই খ্রিস্ট নবম প্রহরে মৃত্যুবরণ করেন, কারণ নবম প্রহরের বলি অন্যজাতিদের জন্য সুসমাচারের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল—তারা ছিল যারা অন্ধকারে বসে ছিল, কিন্তু রবিবারের আইন-সময়ে দানিয়েলের পুস্তক সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হলে তারা মহান আলো দেখবে।

বিচারকগণ ৬:২১-এ গিদিয়োনের অর্ঘ্যদানকালে, প্রভুর দূত নিজ দণ্ড দিয়ে গিদিয়োনের মাংস ও খামিরহীন রুটির অর্ঘ্য স্পর্শ করলেন, এবং শিলাখণ্ড থেকে আগুন বেরিয়ে এসে সেটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করল। এই আগুন গিদিয়োনের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বানকে নিশ্চিত করল এবং ঈশ্বর যে সেই চিহ্নটি গ্রহণ করেছেন, তাও নিশ্চিত করল।

> তিনি তাঁকে বললেন, এখন যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করে থাকি, তবে আপনি যে আমার সঙ্গে কথা বলছেন, তার একটি চিহ্ন আমাকে দেখান। আমি আপনার নিকট ফিরে এসে আমার উপহার এনে আপনার সম্মুখে স্থাপন না করা পর্যন্ত, অনুগ্রহ করে এখান থেকে যাবেন না। তিনি বললেন, তুমি আবার ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। গিদিয়োন ভিতরে গিয়ে একটি ছাগশাবক প্রস্তুত করলেন, এবং এক এফা ময়দা দিয়ে খামিরহীন রুটি বানালেন; মাংসটি তিনি এক ঝুড়িতে রাখলেন, আর ঝোলটি তিনি এক হাঁড়িতে ঢাললেন, এবং ওকগাছের নীচে তাঁর কাছে তা বাহিরে এনে উপস্থাপন করলেন। তখন ঈশ্বরের দূত তাঁকে বললেন, মাংস ও খামিরহীন রুটিগুলি নিয়ে এই পাথরের উপর রাখো এবং ঝোলটি ঢেলে দাও। গিদিয়োন তেমনই করলেন। তারপর প্রভুর দূত, তাঁর হাতে যে দণ্ডটি ছিল, তার অগ্রভাগ বাড়িয়ে মাংস ও খামিরহীন রুটিগুলিকে স্পর্শ করলেন; এবং পাথরের মধ্য থেকে আগুন উঠল, এবং মাংস ও খামিরহীন রুটিগুলিকে গ্রাস করল। তখন প্রভুর দূত গিদিয়োনের চোখের সামনে থেকে চলে গেলেন। আর গিদিয়োন যখন উপলব্ধি করলেন যে তিনি প্রভুর দূত, তখন গিদিয়োন বললেন, হায়, হে প্রভু ঈশ্বর! কারণ আমি মুখোমুখি প্রভুর এক দূতকে দেখেছি। বিচারকগণ ৬:১৭-২২।

অধ্যায়ের প্রথম পদে গিদিয়োনের নিকট এক স্বর্গদূত প্রকাশিত হয়ে তাঁকে "পরাক্রান্ত বীরপুরুষ" বলে সম্বোধন করেন, এবং গিদিয়োন সেই দাবিটি প্রমাণের জন্য এক নিদর্শন চান। এরপর গিদিয়োন স্বর্গদূতকে অপেক্ষা করতে বলেন, আর ভবিষ্যদ্বাণীতে যে স্বর্গদূত বলিদান করেন, তিনি দ্বিতীয় স্বর্গদূত। বলিদানের কাল সমাপ্ত হলে, গিদিয়োন অর্ঘ্য পেশ করেন, এবং অগ্নি সেই অর্ঘ্য গ্রাস করে। গিদিয়োন নবম প্রহরে আছেন, কারণ এলিয়াহর ক্ষেত্রে তা ছিল সন্ধ্যার নিবেদন; এবং নবম প্রহরই রবিবারের আইন, যখন

পেন্টেকোষ্টের অগ্নিজিহ্বাসমূহ সমাপতিত হয়। গিদিয়োন এমন এক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা প্রভুকে মুখোমুখি দর্শন করে; এবং এটাই দানিয়েলের ক্ষেত্রে দশম অধ্যায়ে ঘটেছিল। যখন গিদিয়োন দেখলেন যে অগ্নি অর্ঘ্য গ্রাস করছে, তখন তিনি অনুধাবন করলেন যে যাঁর সঙ্গে তিনি মুখোমুখি সাক্ষাৎ করে কথা বলছিলেন, তিনি প্রভুই ছিলেন।

অগ্নির অলৌকিকতা যখন নিদর্শনটিকে নিশ্চিত করে, তখন গিদিয়োন এই বাস্তবতায় জাগ্রত হন; আর সেই নিদর্শন ছিল গিদিয়োন, ঈশ্বরের পরাক্রান্ত পুরুষ, এবং তিন শত যাজকের সেই বাহিনী, যাদের সকলের হাতেই ছিল হাবাক্কূকের তিন শত ফলক। নিদর্শন, বা পতাকা, স্বয়ং গিদিয়োনেই, এবং তিন শতের সেই বাহিনীও—যা ইজেকিয়েলের পরাক্রান্ত বাহিনীও বটে—যা সাতত্রিশতম অধ্যায়ে উঠে দাঁড়ায়।

লেবীয়-ব্যবস্থা ৯:২৩, ২৪-এ, মহাযাজকরূপে হারুনের প্রথম উৎসর্গসমূহের পর, তাবেরনাকল উৎসর্গিত হলে, প্রভুর সম্মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইয়া বেদীর উপর দগ্ধ-বলি ও চর্বিকে গ্রাস করিল। লোকেরা চিত্কার করিল এবং ভয়ভক্তিতে মুখের উপর পতিত হইল। এটি অবশ্যই, পংক্তি-পর-পংক্তি, এলিয়ার আগুনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে হইবে।

গম ও আগাছার পৃথকীকরণের জন্য এজরার নবম ঘণ্টার প্রার্থনা, যা রবিবারের আইনের সময় ঘটে, তখনই পূর্ণ হয় যখন যুদ্ধরত মণ্ডলী বিজয়ী মণ্ডলীতে রূপান্তরিত হয়। এটি গিদিয়নের অগ্নির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। অষ্টম দিনে সাত দিনের পবিত্রীকরণের পর আহারনের যে প্রথম উৎসর্গ ছিল, তার উপর যে ভস্মকারী অগ্নি নেমে এসেছিল, সেই একই দিনে তা আবার ফিরে এসে আহারনের দুই দুষ্ট পুত্রকে ধ্বংস করেছিল। যখন রবিবারের আইনের সময় নবম ঘণ্টায় পবিত্র আত্মা সীমাহীনভাবে ঢালা হবে, তখন যাজকদের দুই শ্রেণির মধ্যে একটি পৃথকীকরণ ঘটবে, এবং বিজয়ী মণ্ডলী এফেসুসের শুভ্র অশ্ব দ্বারা প্রতীকী যে কার্য, যা বিজয় করতে ও বিজয়ের জন্য অগ্রসর হয়, তা আরম্ভ করবে। বিজয়ী মণ্ডলীর অভিষেক সোলোমনের মন্দিরে দ্বিতীয় সাক্ষ্য পায়।

২ বংশাবলি ৭:১-৩-এ সোলোমনের মন্দির উৎসর্গের সময়, সোলোমনের প্রার্থনার পর স্বর্গ থেকে অগ্নি অবতীর্ণ হয়ে দগ্ধবলি ও বলি গ্রাস করল। প্রভুর মহিমা মন্দির পূর্ণ করল, ফলে জনগণ উপাসনা করল এবং ঈশ্বরের মঙ্গল ও চিরস্থায়ী করুণা ঘোষণা করল। যাখরিয়া ও যিশাইয়ার মতে, রবিবারের আইনের সময় বিজয়ী মণ্ডলী সমস্ত পর্বতের ঊর্ধ্বে মুকুট ও নিশানরূপে উন্নীত হয়। যখন সোলোমনের মন্দির উৎসর্গে অগ্নি নেমে এলো, তখন মন্দির প্রভুর মহিমায় পরিপূর্ণ হল; এটি প্রতীকায়িত করছিল যে সপ্তম তূর্যধ্বনি ঈশ্বরের জনদের উপর তার কাজ সমাপ্ত করছে এবং একাদশ-ঘন্টার কর্মীদের উপর সেই একই কাজ সমাপ্ত করতে উদ্যত। সপ্তম তূর্য প্রায়শ্চিত্তকে, অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সংযুক্তিকে, প্রতিনিধিত্ব করে, যা ঘটে যখন যীশু তাঁর মহিমার রাজ্যকে উন্নীত করেন। মোশির তম্বুতে এবং সোলোমনের মন্দিরে যে অগ্নি নেমে এসেছিল, তা আরনের পুত্রের জন্যও বিচারের অগ্নি ছিল, যেমন দাউদের ক্ষেত্রেও ছিল।

দাউদের জনগণনার ফলে আনীত মহামারীর সময়, আরাউনা/ওর্নানের খলিহানে (১ বংশাবলি ২১:২৬) দাউদের উৎসর্গের জবাবে বেদীর উপর স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এলো, যা গ্রহণের নিদর্শন হয়ে মহামারীকে থামিয়ে দিল। লাওদিকিয়ার মহামারী তখনই সমাপ্ত হয়, যখন মানবীয় শক্তি ও প্রজ্ঞার উপর তাঁর নির্ভরতার মহামারী নিবারণ করার জন্য সেই অগ্নি দাউদের উৎসর্গের উপর নেমে আসে। প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হলে মানব থেকে দিব্য-মানবে উত্তরণ

চিহ্নিত হয়, এবং কলসিয়া একটি নিশানরূপে উন্নীত হয়। সেই সময়ে, সলোমনের মন্দিরে যা ঘটেছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, দৈবত্ব মানবত্বের সঙ্গে সংযুক্ত হলে, প্রভুর মহিমা মন্দির পূর্ণ করে।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা তৃতীয় ও নবম ঘণ্টা দ্বারা চিহ্নিত মধ্যরাত্রির আহ্বানের সময়কাল সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা অব্যাহত রাখব।

> ছয় দিনের পর যীশু পিতর, যাকোব এবং যাকোবের ভাই যোহনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের পৃথক করে এক উচ্চ পর্বতে নিয়ে গেলেন। এবং তিনি তাঁদের সম্মুখে রূপান্তরিত হলেন; তাঁর মুখ সূর্যের ন্যায় দীপ্ত হল, আর তাঁর বস্ত্র আলোর ন্যায় শুভ্র হল। আর দেখ, মূসা ও এলিয়াহ তাঁদের নিকট প্রকাশিত হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন।
>
> তখন পিতর উত্তর দিয়ে যীশুকে বললেন, প্রভু, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমরা এখানে তিনটি তাঁবু স্থাপন করি—একটি আপনার জন্য, একটি মূসার জন্য, এবং একটি এলিয়াহর জন্য। তিনি কথা বলতেই, দেখ, এক উজ্জ্বল মেঘ তাদের উপর ছায়া বিস্তার করল; এবং দেখ, সেই মেঘের মধ্য থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, যা বলল, ‘এই আমার প্রিয় পুত্র, যাঁহাতে আমি পরিতুষ্ট; তোমরা তাঁহার কথা শ্রবণ কর।’
>
> আর শিষ্যগণ ইহা শুনিয়া মুখমণ্ডল ভূমিতে নত করিয়া পড়িল, এবং অত্যন্ত ভীত হইল। তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, উঠ, ভয় করিও না।
>
> আর যখন তারা চোখ তুলে তাকাল, তখন তারা যীশু ব্যতীত আর কাউকেই দেখল না। আর যখন তারা পর্বত থেকে নামছিল, তখন যীশু তাদের আজ্ঞা দিলেন, বললেন, এই দর্শনটি কাউকে বলিও না, যতক্ষণ না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরায় উত্থিত হন। মথি ১৭:১-৯।